নব্য সালাফি সম্প্রদায়

সম্পাদনা পরিষদ

বর্তমান যুগের মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে সরকারি সালাফি / আহলে হাদিস সম্প্রদায় কি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রঃ) এর অনুসরণ করেন?

নাকি কোন মনগড়া ইরজায়ি আক্বিদা পোষণ করেন?

[illegible], [illegible]।

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح: (... فإنهم ظهروا على رأس المائة والثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده، ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب، مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه...

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الوهاب

[illegible] ([illegible]) [illegible]

"তেরশত হিজরী শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে তাদের আবির্ভাব হয়। আবদুল্লাহ নিজেকে ফাতিমা (রাদিঃ) এর বংশে আলী (রাদিঃ) এর বংশধর হিসেবে দাবী করত। সে আনুগত্য ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর বেশ-ভূষা ধারন করে।

ফলে মরক্কোবাসীদের কিছু সম্প্রদায় তার অনুসরণ করতে শুরু করে। এবং মরক্কোতে তার এক বিশাল রাষ্ট্র উঠে। তার পরবর্তী প্রজন্মেও এটা অব্যাহত থাকে।

অতঃপর মিশর ও শাম অঞ্চল তাদের দখলে আসে। তখন তারা সেখানে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। জুমুআ এবং জামাআতে সালাত চালু করেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতীদেরকে নি্যোগ দেন।

কিন্তু এর সাথে তাদের কতিপয় শিরক ও শরীয়ত বিরোধী বিষয়ও প্রকাশ পায়। তখন তাদের থেকে তাদের নেফাক (কপটতা) প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তখন আলেমরা ইজমা বা ঐক্যমত পোষন করে ফত্বওয়া প্রদান করেন এই বলে যে,

তারা কাফের এবং ইসলামের শা'য়ায়ের (ইসলামের প্রতীক) ও ইসলামী বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা সত্বেও তাদের রাষ্ট্র "দারুল হারব"।

.

.

সুত্রঃ

১। আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফি আজবিবাতিন নাজদিয়্যাহ- ৯/৩৯০।

২। মুখতাসার সীরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ১/৫১, মুরতাদ হত্যা অধ্যায়।